যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৪৯

১/ বিবিধ

আরবী

من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفه

منكر

رواه أحمد في " المسند " (2 / 71) وعبد بن حميد في " المنتخب من مسنده ". (91 / 2) وابن عبد الحكم في " فتوح مصر " (265 و292) من طرق عن ابن لهيعة: حدثنا أبو طعمة قال: كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أقوى على الصيام في السفر؟ فقال: فذكره مرفوعا. وخالفهم قتيبة بن سعيد فقال: عن ابن لهيعة عن رزيق الثقفي عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر مرفوعا.

أخرجه أحمد (4 / 158) وابن منده في " المعرفة " (2 / 92 / 2) وكذا الطبراني في " الأوسط " (1 / 104 / 2) وقال: " لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة ".

قلت: وهو ضعيف لسوء حفظه، وقد

اضطرب في إسناده كما ترى، وكأن الهيثمي لم يتنبه لهذا، فإنه بعد أن ساقه من الوجه الأول (3 / 162) وحسن إسناده، ساقه من هذا الوجه، وقال: " رواه أحمد، والطبراني في " الأوسط "، وفيه رزيق الثقفي، ولم أجد من وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله ثقات "! كذا قال، وهو من تساهله المعروف، فابن لهيعة فيه كلام كثير لسوء حفظه، واضطرابه في هذا الحديث يؤيد ذلك، ولذلك قال البخاري في حديثه هذا كما في " الميزان "، وأقره: " منكر ". قلت: ومنه يعلم أن قول الحافظ المنذري عن شيخه الحافظ أبي الحسن: أنه قال: " إسناد أحمد

حسن ". فليس بحسن، لضعف ابن لهيعة، واضطرابه في إسناده، واستنكار الإمام البخاري إياه، وإن كان العراقي حسنه أيضا كما نقله عنه المناوي، وتبعه في التيسير

বাংলা

১৯৪৯। যে বক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া রুখসাতকে (অনুমতিকে) গ্রহণ করবে না আরাফার পাহাড়ের ন্যায় তার গুনাহ হবে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইমাম আহমাদ “আলমুসনাদ’ গ্রন্থে (২/৭১), আব্দু ইবনু হুমায়েদ “আলমুনতাখাব মিন মুসনাদিহি” গ্রন্থে (২/৯১), ইবনু আব্দুল হাকাম "ফাতুহু মিসর" গ্রন্থে (২৬৫, ২৯২) বিভিন্ন সূত্রে ইবনু লাহীয়াহ হতে, তিনি আবু ত্ব’মাহ হতে, তিনি বলেনঃ আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-এর নিকটে ছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললঃ হে আবু আব্দুর রহমান! আমি সফরে সওম পালন করার ব্যাপারে সামর্থ্যবান। তখন তিনি বললেনঃ ... মারফু’ হিসেবে।

কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেনঃ ইবনু লাহীয়াহ হতে, তিনি রুযায়েক সাকাফী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবু শামাসাহ হতে, তিনি উকবাহ ইবনু আমের (রাঃ) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে আহমাদ (৪/১৫৮), ইবনু মান্দাহ "আলমারিফাহ" গ্রন্থে (২/৯২/২), অনুরূপভাবে ত্বারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১/১০৪/২) বর্ণনা করেছেন। আর তিনি (ত্বারানী) বলেছেনঃ উকবাহ (রাঃ) হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ইবনু লাহীয়াহ এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি তার মন্দ হেফযের কারণে তিনি দুর্বল। আর তার সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে যেমনটি দেখছেন। সম্ভবত হাইসামী এ দিকে লক্ষ্য করেননি। কারণ তিনি হাদীসটিকে প্রথম সূত্রে (৩/১৬২) উল্লেখ করে সনদটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ, ত্বারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে রুযায়েক সাকাফী রয়েছেন। পাচ্ছি না কে তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর কে তার সমালোচনা করেছেন। অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

এটা তার থেকে পরিচিত শিথিলতার অন্তর্ভুক্ত। কারণ ইবনু লাহীয়া সম্পর্কে তার মন্দ হেফযের কারণে বহু কথা রয়েছে। আর এ হাদীসে তার থেকে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ায় তাকে আরো শক্তিশালী করছে। এ কারণেই ইমাম বুখারী তার এ হাদীস সম্পর্কে বলেন যেমনটি “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছেঃ এটি মুনকার। আর হাফিয যাহাবী নিজেও তা স্বীকার করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, হাফিয মুনযেরী যে তার শাইখ আবুল হাসানের উদ্ধৃতিতে বলেছেনঃ আহমাদের সনদটি হাসান, আসলে তার কথা হাসান (ভালো) নয়। ইবনু লাহীয়াহ দুর্বল হওয়ার এবং

তার সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং ইমাম বুখারী কর্তৃক এটিকে মুনকার আখ্যা দেয়ার কারণে। যদিও এটিকে ইরাকীও হাসান আখ্যা দিয়েছেন যেমনটি মানবী নকল করেছেন আর "আততায়সীর" গ্রন্থে তিনি তার অনুসরণ করেছেন।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72832

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন